

প্রাচীন বাংলা: বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের মতামত অনুসারে প্রাচীন বাংলা স্মৃতিকাল মোটাছুটি ২০০ খ্রী: থেকে ১৩৫০ খ্রী: পর্যন্ত। তবে ১২০ থেকে ১৩৫০ খ্রী: পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি তাই এই সময়কালকে বলে অনুর্বর পর্ব বা অর্ধফল যুগ। তবে ১২০০ খ্রী: স্বর্ষ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল চর্যাপদ। যেটি ১২১৬ খ্রী: মহামাথাপাষণ্ডায় স্বয়ংপ্রসাদ মাস্তী 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধজ্ঞান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ে কিছু অপ্রধান সাহিত্যও রচিত হয়েছে' যেমন-

বন্দ্যধর্মীয়া অর্ধানদের- 'অমরকোষের' টীকা।

বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের- 'বিদগ্ধ মুখমন্ডন'।

এবং 'শেক শব্দেদর্শায় সংকলিত দুচাবটি বিচ্ছিন্ন বাংলা গান ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্থভাষার বিষম ব্যঞ্জন গঠিত যুক্তব্যঞ্জন স্বর্ষ্য ভারতীয় আর্থ সম্মব্যঞ্জে গঠিত যুক্তব্যঞ্জে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় এ যুক্তব্যঞ্জনের একটি নোপ পেয়েছে। এবং পূর্ববর্তী স্বর্ষ্যনির ঋতিপূর্বক দীর্ঘিভবন ঘটেছিল।

যেমন -

জন্ম > জন্ম > জাম

২) নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক সময় নোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বর্ষ্যনি অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন-

মাকেন > মাদে

৩) সাক্ষাপানি অবস্থিত দুটি স্বর্ষ্যনির মাকথানে প্রায়ই 'খ' প্রতি এসে গেছে।

যেমন - মৃগান > মিতান > মিয়ান

৪) স্বর্ষ্যম্বন্ধ একক মহাপ্রান ধ্বনি প্রায়ই 'হ' কায়ে পরিণত।

যেমন - মহামুখ > মহামুহ

৫) ম > অ

যেমন: এড়িমউ চান্দক বাগ্ব করনক পাঠের আম (<আমা)

(অপ্রাণীবাচক) সূচ্য কর্ম = কি?  
(প্রাণীবাচক) গৌন কর্ম = কাকে?

(3)

৬) সাক্ষাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় ছিল।

যেমন - উদায় > উআয়।

কিন্তু পদান্তের একাধিক স্বর যৌগিক স্বররূপে প্রথমে উচ্চারিত হত।  
এমন একক স্বরে পরিণত হত। যেমন -

উনতি > উনই

প্রাচীন বাংলায় রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি দেয়া যায়।

চঞ্চল চীএ পরিতো কাল।

কখনো কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায় 'এ' বিভক্তি দেয়া যায় -

বুথের তেত্তুনি কুম্বীরে যায়।

২) গৌনকর্ম ও সম্প্রদান কারকে - ক/কে/রে/শূন্য বিভক্তি দেয়া  
যায়। - নুই উনই গুর পুচ্ছিত জান।

৩) সূচ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি দেয়া যায়।

- কামেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥

৪) করন কারকে যখন প্রচলিত বিভক্তি - 'এ'

- আনে ভবিজী করনা নাবী ॥

৫) অধিকরণের বিভক্তি - এ/ই/ত/তৈ

চঞ্চল চীএ পরিতো কাল।

হাঁজিত ভাত নাহি নিতি আবেমী।

৬) অম্বুধী পদের বিভক্তি ছিল - 'ব' 'ক', 'এব'

এড়িত্তৈ ছানক বাস্ত করনক পাঠের আস।

(ছন্দের বন্ধ ও ইন্দ্রিয়পূজার আশা ত্যাগ করো)

৭) ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া গঠিত হত - 'ইব' যোগে।

হই ভাইব (আমি ভাববো)।